# রাজশাহী মহানগরী পুলিশ আইন, ১৯৯২

( ১৯৯২ সনের ২৩ নং আইন )

**রাজশাহী মহানগরী এলাকার জন্য একটি স্বতন্ত্র পুলিশ বাহিনীর গঠনকল্পে প্রণীত আইন।**

যেহেতু রাজশাহী মহানগরী এলাকার জন্য একটি স্বতন্ত্র পুলিশ বাহিনী গঠন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

**সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও প্রয়োগ**

১। (১) এই আইন রাজশাহী মহানগরী পুলিশ আইন, ১৯৯২ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা রাজশাহী মহানগরী এলাকায় প্রযোজ্য হইবে।

**সংজ্ঞা**

২। বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে,-

(ক) “অধস্তন কর্মকর্তা” অর্থ সহকারী পুলিশ কমিশনারের অধস্তন যেকোন পুলিশ কর্মকর্তা;

(খ) “ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা” অর্থ পুলিশ কমিশনার, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার, উপ-পুলিশ কমিশনার এবং সহকারী পুলিশ কমিশনার;

(গ) “গবাদি পশু” অর্থ হাতী, ঘোড়া, গাধা, খচ্চর, ভেড়া, ছাগল এবং শুকরও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঘ) “জনসাধারণের প্রমোদাগার” অর্থ এমন স্থান যেখানে বাদ্য, সংগীত, নৃত্য বা চিত্ত-বিনোদনমুলক অন্য কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন করার ব্যবস্থা থাকে এবং যেখানে অর্থ প্রদানের বিনিময়ে জনসাধারণকে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়, এবং ঘোড়দৌড়ের মাঠ, সার্কাস, নাট্যশালা, চলচ্চিত্র গৃহ, সংগীতালয়, বিলিয়ার্ড কক্ষ, শরীর-চর্চা গৃহ, সুইমিং পুল বা নৃত্য শাখা ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঙ) “পুলিশ কমিশনার”, “অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার”, “উপ-পুলিশ কমিশনার” ও “সহকারী পুলিশ কমিশনার” অর্থ ধারা ৭ এর অধীন নিযুক্ত যথাক্রমে পুলিশ কমিশনার, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার, উপ-পুলিশ কমিশনার এবং সহকারী পুলিশ কমিশনার;

(চ) “পুলিশ কর্মকর্তা” অর্থ এই আইনের অধীন নিযুক্ত বাহিনীর যে কোন সদস্য এবং ধারা ১০ এর অধীন নিযুক্ত কোন সহায়ক পুলিশ কর্মকর্তা এবং এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালনরত অন্য কোন পুলিশ বাহিনীর সদস্যও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(ছ) “প্রবিধান” অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(জ) “ফৌজদারী কার্যবিধি” অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898);

(ঝ) “বাহিনী” অর্থ এই আইনের অধীন গঠিত রাজশাহী মহানগরী পুলিশ বাহিনী;

(ঞ) “বিধি” অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(ট) “মহা-পুলিশ পরিদর্শক” অর্থ Police Act, 1861 (V of 1861) এর অধীন নিযুক্ত Inspector General of Police;

(ঠ) “যানবাহন” অর্থ যে কোন গাড়ী, গরু বা ঘোড়ার গাড়ী, ভ্যান, ট্রাক, ঠেলাগাড়ী, বাইসাইকেল, ট্রাই-সাইকেল, মোটর সাইকেল, রিক্সা বা চাকাযুক্ত রাস্তায় চলাচলের উপযোগী যে কোন প্রকারের বাহন;

(ড) “রাজশাহী মহানগরী এলাকা” বা “মহানগরী এলাকা” অর্থ প্রথম তফসিলে বর্ণিত এলাকা;

(ঢ) “রাস্তা” অর্থ সর্বসাধারণের চলাচলের অধিকার আছে এমন যে কোন সড়ক, গলি, পায়ে হাটা পথ, প্রাংগণ, সংকীর্ণ পথ বা প্রবেশ পথ, সরাসরি চলাচলের জন্য উপযুক্ত হউক বা না হউক, কেও বুঝাইবে৷

**Act V of 1861 এর প্রয়োগ**

৩৷ এই আইনের কোন বিধানের সহিত অসমঞ্জস্য না হওয়া সাপেক্ষে Police Act, 1861 (V of 1861), অতঃপর এই আইনে Police Act বলিয়া উল্লিখিত, রাজশাহী মহানগরী এলাকায় প্রযোজ্য হইবে৷

**কতিপয় ক্ষেত্রে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের এখ্‌তিয়ার রহিত**

৪৷ ফৌজদারী কার্যবিধিতে যাহাই থাকুক না কেন, এই আইনের বা উহার অধীন ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে রাজশাহী মহানগরী এলাকা কোন জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্তৃত্বাধীন থাকিবে না৷

**বাহিনীর গঠনতন্ত্র**

৫৷ (১) রাজশাহী মহানগরী পুলিশ নামে রাজশাহী মহানগরী পুলিশ এলাকার জন্য একটি স্বতন্ত্র পুলিশ বাহিনী থাকিবে৷

(২) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক বিভিন্ন পদমর্যাদার কর্মকর্তা সমন্বয়ে বাহিনী গঠিত হইবে৷

**বাহিনীর তত্ত্বাবধান**

৬। এই বাহিনী সরকারের সার্বিক তত্ত্বাবধানে থাকিবে।

**পুলিশ কমিশনার, ইত্যাদি**

৭। (১) সরকার একজন পুলিশ কমিশনার নিয়োগ করিবেন, যিনি, মহা-পুলিশ পরিদর্শকের নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে, এই আইন দ্বারা বা উহার অধীন প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন।

(২) সরকার এক বা একাধিক অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার, উপ-পুলিশ কমিশনার এবং সহকারী পুলিশ কমিশনার নিয়োগ করিতে পারেন, যাঁহারা পুলিশ কমিশনারকে তাঁহার ক্ষমতা প্রয়োগ এবং দায়িত্ব পালনে সাহায্য করিবেন এবং তাহারা পুলিশ কমিশনার কর্তৃক তাঁহাদের উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) পুলিশ কমিশনার, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার, উপ-পুলিশ কমিশনার এবং সহকারী পুলিশ কমিশনার সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি ও শর্তে নিযুক্ত হইবেন।

**অধস্তন পুলিশ কর্মকর্তা নিয়োগ**

৮। (১) বাহিনীতে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক পুলিশ পরিদর্শক এবং অন্যান্য অধস্তন পুলিশ কর্মকর্তা থাকিবে।

(২) মহা-পুলিশ পরিদর্শক কর্তৃক পুলিশ পরিদর্শক নিযুক্ত হইবেন এবং অন্যান্য অধস্তন পুলিশ কর্মকর্তা মহা-পুলিশ পরিদর্শক কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত উপ-পুলিশ কমিশনার পদের নীচে নহেন এমন ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

(৩) অধস্তন পুলিশ কর্মকর্তা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি ও শর্তে নিযুক্ত হইবেন।

(৪) নিযুক্ত হইবার পর প্রত্যেক অধস্তন পুলিশ কর্মকর্তা দ্বিতীয় তফসিল এর ফরমে একটি সার্টিফিকেট পাইবেন।

(৫) যে ব্যক্তিকে উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত সার্টিফিকেট দেওয়া হইয়াছে বাহিনীতে চাকুরীর অবসান হইলে তাহার সেই সার্টিফিকেট বাতিল হইয়া যাইবে এবং সেই চাকুরী হইতে সাময়িক বরখাস্ত থাকাকালীন সময়ে উহার কার্যকরতা স্থগিত থাকিবে।

**বদলী**

৯। এই আইন Police Act, বা আপাততঃ বলবত্ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার বা মহা-পুলিশ পরিদর্শক এই আইনের অধীন নিযুক্ত কোন পুলিশ কর্মকর্তাকে Police Act এর অধীন গঠিত পুলিশ বাহিনীতে এবং Police Act এর অধীন নিযুক্ত কোন পুলিশ কর্মকর্তাকে এই আইনের অধীন গঠিত

পুলিশ বাহিনীতে বদলী করিতে পারিবেন, এবং অনুরূপ বদলীর পর বদলীকৃত পুলিশ কর্মকর্তা যে পুলিশ বাহিনীতে বদলী হইয়াছেন সেই বাহিনীর আইনের অধীন একজন পুলিশ কর্মকর্তা বলিয়া গণ্য হইবেন।

**সহায়ক পুলিশ কর্মকর্তা**

১০। (১) পুলিশ কমিশনারের বিবেচনায় যদি কোন ব্যক্তির সাহায্য বাহিনীর স্বার্থে প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে তিনি উক্ত ব্যক্তিকে সহায়ক পুলিশ কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(২) নিযুক্ত হইবার পর, প্রত্যেক সহায়ক পুলিশ কর্মকর্তা-

(ক) দ্বিতীয় তফসিলে বর্ণিত ফরমে একটি সার্টিফিকেট পাইবেন;

(খ) অন্য যে কোন পুলিশ কর্মকর্তার অনুরূপ ক্ষমতা ও সুবিধাদি ভোগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন;

(গ) অন্য যে কোন পুলিশ কর্মকর্তার জন্য যে শাস্তির বিধান রহিয়াছে সেই শাস্তির বিধানের আওতায় থাকিবেন;

(ঘ) অন্য যে কোন পুলিশ কর্মকর্তা যে কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্বাধীন থাকিবেন সেইরূপ কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্বাধীন থাকিবেন।

**বাহিনীর প্রশাসনে পুলিশ কমিশনারের আদেশ দানের ক্ষমতা**

১১। পুলিশ কমিশনার এই আইন ও বিধির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, নিম্নবর্ণিত বিষয়ে আদেশ জারী করিতে পারিবেন, যথা:-

(ক) বাহিনীর পরিদর্শন;

(খ) পুলিশ কর্র্মকর্তা কর্তৃক সংবাদ ও গোপন তথ্য সংগ্রহ ও অবহিতকরণ;

(গ) বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র, পোশাক ও বস্ত্রাদি ও উহার পরিমাণ;

(ঘ) বাহিনীর সদস্যদের আবাস স্থল;

(ঙ) বাহিনীর প্রশাসন ও কল্যাণের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন তহবিল গঠন, ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ;

(চ) বিভিন্ন পদমর্যাদার পুলিশ কর্মকর্তার দায়িত্ব এবং উহা পালনের পদ্ধতি ও শর্ত;

(ছ) বাহিনীর দক্ষতা ও শৃংখলা;

(জ) পুলিশ কর্মকর্তার ক্ষমতার অপব্যবহার ও কর্তব্যে অবহেলা নিরোধ।

**অধস্তন কর্মকর্তাদের শাস্তি**

১২। (১) সংবিধানের ১৩৫ অনুচ্ছেদের বিধান এবং বিধি সাপেক্ষে, পুলিশ কমিশনার অথবা পুলিশ কমিশনার হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা কোন অধস্তন কর্মকর্তাকে অবাধ্যতা, শৃংখলাভংগ, অসদাচরণ, দুর্নীতি, কর্তব্যে অবহেলা বা কর্তব্য পালনে শিথিলতা অথবা কোন কার্যের দ্বারা

নিজেকে কর্তব্য পালনে অযোগ্য প্রতিপন্ন করার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করিলে তাহাকে তিনি লিখিত আদেশ দ্বারা কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, নিম্নবর্ণিত যে কোন এক বা একাধিক শাস্তি দিতে পারিবেন, যথা:-

(ক) চাকুরী হইতে বরখাস্ত;

(খ) চাকুরী হইতে অপসারণ;

(গ) বাধ্যতামূলক অবসর;

(ঘ) পদাবনতি;

(ঙ) পদোন্নতি বন্ধকরণ;

(চ) অনুর্দ্ধ এক বত্সরের জ্যেষ্ঠতা বাজেয়াপ্তকরণ;

(ছ) অনুর্দ্ধ এক মাসের বেতন ও ভাতাদি বাজেয়াপ্তকরণ;

(জ) বেতন বৃদ্ধি বন্ধকরণ;

(ঝ) অনুর্দ্ধ এক মাসের বেতনের পরিমান টাকা জরিমানা;

(ঞ) অনুর্দ্ধ ত্রিশ দিনের জন্য কোয়ার্টার গার্ডে আটক রাখা;

(ট) অনুর্দ্ধ ত্রিশ দিনের জন্য পুলিশ লাইনে আটক রাখা এবং তত্সহ এক্সট্রা ড্রিল, এক্সট্রা গার্ড, ফাটিগ বা অন্য ডিউটি;

(ঠ) তিরস্কার;

(ড) দৈনিক ২ ঘন্টা করিয়া অনূর্ধ্ব ১৪ দিনের জন্য শাস্তিস্বরূপ ড্রিল প্রদান।

ব্যাখ্যা।- অসদাচরণ বলিতে চাকুরীর শৃংখলা ও নিয়মের হানিকর বা কোন কর্মকর্তা, কর্মচারী বা ভদ্রজনের পক্ষে শোভনীয় নয় এমন অথবা আপাততঃ বলবত্ সরকারী কর্মচারী আচরণ সংক্রান্ত বিধিমালার পরিপন্থী কোন আচরণকে বুঝাইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন পুলিশ কমিশনারের ক্ষমতাগুলি পরিদর্শক ব্যতীত অন্য কোন অধস্তন কর্মকর্তার ক্ষেত্রে ডেপুটি পুলিশ কমিশনারের অধস্তন নয় এমন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন যাহার বিরুদ্ধে কার্যক্রম নেওয়া বা তদন্ত করা প্রয়োজন এমন যে কোন অধস্তন কর্মকর্তাকে পুলিশ কমিশনার বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা সাময়িকভাবে বরখাস্ত করিতে পারিবেন।

**পুলিশ কর্মকর্তার সার্বক্ষণিক**

১৩। (১) ছুটিতে বা সাময়িক বরখাস্তকৃত নন এমন প্রত্যেক পুলিশ কর্মকর্তা সার্বক্ষণিক কর্তব্যরত বলিয়া গণ্য হইবেন।